**ড্রেজার ও ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং, উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

**ভাষণ**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

মানিকগঞ্জ, বুধবার, ০৫ মাঘ ১৪১৮, ১৮ জানুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সুধিবৃন্দ।

            আসসালামু আলাইকুম।

নতুন কেনা তিনটি ড্রেজার এবং ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। পৃথিবীর বৃহত্তম নদীগুলোর অন্যতম পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নদীর অববাহিকায় বাংলাদেশের অবস্থান।

নদীগুলোর শতকরা ৯৫ ভাগ অববাহিকা বাংলাদেশের সীমান্তের বাইরে। উজান থেকে প্রতি বৎসর প্রায় ১০০ কোটি টন পলি এসব নদীর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে  পড়ে।

এই বিপুল পরিমাণ পলি প্রবাহিত হওয়ায় আমাদের নদীগুলোর গতিপথ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। নদীর তীর ভেঙে যায়। এতে প্রতি বছর প্রায় ৮ থেকে ১০ হাজার হেক্টর জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

দেশের মৃত প্রায় নদ-নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার, নিষ্কাষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নদীর তীর ভাঙন প্রতিরোধের লক্ষ্যে আমরা নদীগুলোর ড্রেজিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাতটি ড্রেজার সংগ্রহ করেন। এই ৭টি ড্রেজার দিয়েই বিশাল নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণের কাজ চলছিল।

বিগত সরকারগুলো নতুন ড্রেজার সংগ্রহের কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। বরং ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা ৩টি ড্রেজার সংগ্রহের যে উদ্যোগ নিয়েছিলাম তা বিগত বিএনপি জোট সরকারের অবহেলার কারণে বাতিল হয়ে যায়।

আমরা এবার সরকার গঠনের পর প্রথম একনেক বৈঠকেই বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য ২টি ড্রেজার সংগ্রহের প্রকল্প অনুমোদন দেই। ইতোমধ্যে দুইটি ড্রেজার কেনা হয়েছে।

এছাড়া, বিআইডব্লিউটিএ'র নিজস্ব অর্থায়নে আরেকটি ড্রেজার কেনা হয়েছে। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলযান, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ বিভিন্ন আকারের মোট ১০ ড্রেজার সংগ্রহের একটি প্রকল্প সম্প্রতি আমরা অনুমোদন দিয়েছি।

ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য আরও তিনটি ড্রেজার সংগ্রহের প্রকল্প সরকার অনুমোদন দিয়েছে।

কুয়েত সরকার উপহার হিসেবে আমাদের চারটি ড্রেজার দিবে। এসব ড্রেজার খুব শিগগিরই পাওয়া যাবে বলে আশা করছি।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে প্রায় ১ হাজার ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘‘ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ'' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় দেশের মৃতপ্রায় নদীগুলোর নাব্যতা ফিরিয়ে এনে পুনরুজ্জীবিত করা, পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা, বন্যার প্রকোপ কমানো, নদী ভাঙ্গন রোধসহ বালি ভরাটের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার করা হবে। উদ্ধারকৃত জমিতে বসতভিটা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, শিল্প-কারখানা স্থাপন এবং বনায়নের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের মূল অংশের মধ্যে রয়েছে যমুনা নদীর ২টি স্থানে ২২ কিলোমিটার ক্যাপিটাল ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং। পাশাপাশি Sustainable River Management System in Bangladesh শীর্ষক একটি সমীক্ষা চালানো।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে ইতোমধ্যে এই সমীক্ষা কাজ চলছে। সমীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে দেশের প্রধান প্রধান নদীগুলোর ক্যাপিটাল ড্রেজিং, নদী শাসন, রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মডিউল প্রণয়নসহ ১৫-বছর মেয়াদী একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

যমুনা নদীতে বর্তমানে চলমান পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্য সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট ও বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতুর পশ্চিম পাশের গাইড বাঁধ হুমকিমুক্ত হবে। ড্রেজিং এর মাটি দিয়ে নদীর তীরবর্তী এলাকা ভরাট করে বিদ্যমান শিল্প পার্কের আয়তন বাড়ানো হবে।

এ প্রকল্প ছাড়াও বর্তমান সরকার দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদীসমূহের ড্রেজিং করার জন্য ইতোমধ্যে আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

এগুলো হল: চন্দনা-বারাসিয়া নদী পুনঃখনন, বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার, কালনী-কুশিয়ারা নদী খনন এবং গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প। এগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ২ হাজার ৩৫৫ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই মৃতপ্রায় নৌ-পথগুলো উদ্ধার করার জন্য সারাদেশব্যাপী ‘ক্যাপিটাল ড্রেজিং'-এর মহাপরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

এ লক্ষ্যে দুই পর্যায়ে ৫৩টি নৌপথ খনন করা হবে। প্রথম পর্যায়ের ২৪টি নৌপথের ড্রেজিং প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শিগগিরই শুরু হবে।

ইতোমধ্যেই মাদারীপুর-চরমুগুরিয়া-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ নৌপথের ড্রেজিং কাজ শুরু হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন স্থানের ১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-রুট ছাড়াও উপ-আঞ্চলিক বাণিজ্যিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের জন্য ৬টি রুটকে চিহ্নিত করে ড্রেজিং প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

বেসরকারি মালিকানায় দেশে সতেরটি ড্রেজার আমদানি করা হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন নৌ-পথে ঠিকাদারী দায়িত্ব হিসেবে ড্রেজিং কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

নদী তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম চলছে। অবৈধ দখলদার, সে যে দলের হোক না কেন, তাকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া হচ্ছে না ।

সরকার ইতোমধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং টঙ্গী নদীবন্দর এলাকার অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এসব এলাকা যাতে পুনরায় দখল না হয় সেজন্য বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

ইতোমধ্যে বুড়িগঙ্গা নদী তীরবর্তী প্রায় ৫ কিলোমিটার এলাকায় ওয়াকওয়ে নির্মাণ শেষ হয়েছে। এছাড়া ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীর বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদী তীরবর্তী প্রায় ১৬ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ওয়াকওয়ে, বিনোদনমূলক স্থাপনা এবং বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে উচ্ছেদকৃত নদী তীরবর্তী স্থানসমূহ সবুজ বনায়নের আওতায় আনা হবে।

সুধিমন্ডলী,

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা মাধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ থেকে কমে ২১ শতাংশে নেমে এসেছে। মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ৮২৮ ডলার।

নৌ, রেল এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং তথ্য প্রযুক্তি প্রভৃতি খাতে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছি।

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কাজে সবাইকে একযোগে কাজ করার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...